ছাব্বিশতম অধ্যায়

মি'রাজ বা উর্দ্ধগমন

প্রসঙ্গ ঃ সচক্ষে আল্লাহর দীদার লাভ ও নবীজীর সূরতে হাক্কী-র আত্মপ্রকাশ

নবী করিম (দঃ)-এর উর্দ্ধজগতের মো'জেযা সমূহের মধ্যে মি'রাজ গমন একটি বিস্ময়কর মো'জেযা। এজন্যই, মি'রাজের আয়াতের শুরুতেই আল্লাহ পাক 'সোব্‌হানাল্লাহ্' শব্দটি ব্যবহার করেছেন–যা কেবল আশ্চর্য্যজনক ঘটনার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সশরীরে মি'রাজ গমনের প্রমাণ স্বরূপ কোরআনের 'বিআব্‌দিহী' শব্দটি তাৎপর্য্যপূর্ণ। কেননা, 'আবদুন' শব্দটি দ্বারা রুহ ও দেহের সমষ্টিকে বুঝান হয়েছে। তদুপরি– বোরাক প্রেরণ ও বোরাক কর্তৃক নবী করিম (দঃ) কে বহন করে নিয়ে যাওয়ার মধ্যেও সশরীরে মি'রাজ গমনের প্রমাণ পাওয়া যায়। সর্বোপরি–স্বপ্নে বা রুহানীভাবে মি'রাজের দাবী করা হলে কোরাইশদের মধ্যে এত হৈ চৈ হতোনা। আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সকল ইমামগণই সশরীরে মি'রাজ গমনের কথা স্বীকার করেছেন।

মি'রাজের ঘটনাটি নবীজীর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, এর সাথে গতির সম্পর্ক এবং সময় ও স্থানের সঙ্কোচনের তত্ত্ব জড়িত রয়েছে। সূর্য্যের আলোর গতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। পৃথিবীতে সূর্যের আলো পৌঁছতে লাগে আট মিনিট বিশ সেকেন্ড। এ হিসেবে পৃথিবী হতে সূর্যের দূরত্ব- নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল। অথচ নবী করিম (দঃ) মূহুর্তের মধ্যে চন্দ্র, সূর্য, সিদ্‌রাতুল মোন্তাহা, আরশ-কুরছি ভ্রমণ করে লা-মকানে আল্লাহর দীদার লাভ করে নব্বই হাজার কালাম করে পুনরায় মক্কা শরীফে ফিরে আসেন। এসে দেখেন, বিছানা এখনও গরম রয়েছে। এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি হতে পারে? নবী করিম (দঃ)-এর নূরের গতি কত ছিল– এ থেকেই অনুমান করা যায়। কেননা, তিনি ছিলেন নূর। যাওয়ার সময় বোরাক ছিল-কিন্তু ফেরার সময় বোরাক ছিলনা (রুহুল বয়ান)।

মি'রাজের মধ্যে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– অন্যান্য নবীগণের সমস্ত মো'জেযা নবী করিম (দঃ)-এর মধ্যে একত্রিত হয়েছিল। হযরত মুছা (আঃ) তূর পর্বতে আল্লাহর সাথে কালাম করেছেন। হযরত ঈছা (আঃ) সশরীরে আকাশে অবস্থান করছেন এবং হযরত ইদ্রিছ (আঃ) সশরীরে বেহেস্তে অবস্থান করছেন।

www.sunnibarta.com

তাঁদের চেয়েও উন্নত মাকামে ও উচ্চমর্যাদায় আল্লাহ পাক নবী করিম (দঃ) কে নিয়ে সবার উপরে তাঁকে মর্যাদা প্রদান করেছেন। মুছা (আঃ) নিজে গিয়েছিলেন তূর পর্বতে। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) কে আল্লাহ্‌তায়ালা দাওয়াত করে বোরাকে চড়িয়ে ফেরেস্তাদের মিছিলসহকারে প্রথমে বায়তুল মোকাদ্দাছে নিয়েছিলেন। সেখানে সব নবীগণকে সশরীরে উপস্থিত করে হুযুর করিম (দঃ)-এর মোক্তাদী বানিয়েছিলেন। সেদিনই সমস্ত নবীগণের ইমাম হয়ে নবী করিম (দঃ) 'নবীগণেরও নবী' রূপে বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছিলেন। সমস্ত নবীগণ অষ্ট অঙ্গ (দুই হাত, দুই পা, দুই হাঁটু, নাক ও কপাল) দিয়ে সশরীরে নামায আদায় করেছিলেন সেদিন। সমস্ত নবীগণ যে সশরীরে জীবিত, তারই বাস্তব প্রমাণ মিলেছিল মি'রাজের রাত্রে। সমস্ত নবীগণ আপন আপন রওযায় জীবিত আছেন (হাদীস)।

মি'রাজের রাত্রে নবী করিম (দঃ) কে প্রথম সম্বর্ধনা দেয়া হয়েছিলো জিব্রাইল, মিকাইল ও ইস্রাফিল ফেরেস্তাসহ তাঁদের অধীনে সত্তর হাজার ফেরেস্তা দ্বারা। দ্বিতীয় সম্বর্ধনা দেয়া হয়েছিল বাইতুল মোকাদ্দছে নবীগণের (আঃ) দ্বারা। তৃতীয় সম্বর্ধনা দেয়া হয়েছিল আকাশের ফেরেস্তা, হুর ও নবীগণের দ্বারা এবং চতুর্থ ও শেষ সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। সিদ্‌রাতুল মোন্তাহা এবং আরশ মোয়াল্লা অতিক্রম করার পর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা একশত বার সম্বর্ধনামূলক বাক্য - اُدْنُ مِنِّيْ يَا مُحَمَّدُ - অর্থাৎ 'হে প্রিয় বন্ধু মোহাম্মদ, আপনি আমার অতি নিকটে আসুন' - একথা বলে নবী করিম (দঃ) কে সম্মানিত করেছিলেন। কোরআন মজিদে ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى আয়াতটি এদিকেই ইঙ্গিতবহ- বলে 'তাফসীরে মুগ্‌নী' ও 'মিরছাদুল ইবাদ' নামক গ্রন্থদ্বয়ের বরাত দিয়ে 'রিয়াজুন্নাছেহীন' কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত কিতাবখানা সাত শত বৎসর পূর্বে ফারসি ভাষায় লিখিত। লেখকের নিকট কিতাবখানা সংরক্ষিত আছে।

মি'রাজের ঘটনা ঘটেছিল নবুয়্যত প্রকাশের ১১ বৎসর ৫ মাস ১৫ দিনের মাথায়। অর্থাৎ প্রকাশ্য নবুয়্যতের ২৩ বৎসরের দায়িত্ব পালনের মাঝামাঝি সময়ে। সে সময় হুযুর (দঃ)-এর বয়স হয়েছিল ৫১ বৎসর ৫ মাস ১৫ দিন। সন ছিল নবুয়তের দ্বাদশ সাল। তিনটি পর্যায়ে মি'রাজকে ভাগ করা হয়েছে। মক্কা শরীফ থেকে বায়তুল মোকাদ্দাছ পর্যন্ত মি'রাজের অংশকে বলা হয় ইস্‌রা বা রাত্রি ভ্রমণ। বায়তুল মোকাদ্দাছ থেকে সিদরাতুল মোন্তাহা পর্যন্ত অংশকে

www.sunnibarta.com

বলা হয় মি'রাজ। সিদ্‌রাতুল মোন্তাহা থেকে আরশ ও লা-মকান পর্যন্ত অংশকে বলা হয় ই'রাজ। কিন্তু সাধারণভাবে পূর্ণ ভ্রমণকেই এক নামে মি'রাজ বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কোরআন, হাদীসে মোতাওয়াতির এবং খবরে ওয়াহেদ দ্বারা যথাক্রমে এই তিনটি পর্যায়ের মি'রাজ প্রমাণিত।

মি'রাজের প্রথম পর্যায় ঃ

রজব চাঁদের ২৭শে তারিখ সোমবার পূর্ব রাত্রের শেষাংশে নবী করিম (দঃ) বায়তুল্লায় অবস্থিত বিবি উম্মেহানী (রাঃ)-এর ঘরে অবস্থান করছিলেন। বিবি উম্মেহানী (রাঃ) ছিলেন আবু তালেবের কন্যা এবং নবী করিম (দঃ)-এর দুধবোন। উক্ত গৃহটি ছিল বর্তমান হেরেম শরীফের ভিতরে পশ্চিম দিকে। হযরত জিব্রাইল (আঃ) ঘরের ছাদ দিয়ে প্রবেশ করে নূরের পাখা দিয়ে, অন্য রেওয়ায়াত মোতাবেক–গন্ডদেশ দিয়ে নবী করিম (দঃ)-এর কদম মোবারকের তালুতে স্পর্শ করতেই হুযুরের তন্দ্রা টুটে যায়। জিব্রাইল (আঃ) আল্লাহর পক্ষ হতে দাওয়াত জানালেন এবং নবীজীকে যমযমের কাছে নিয়ে গেলেন। সিনা মোবারক বিদীর্ণ করে যমযমের পানি দিয়ে ধৌত করে নূর এবং হেকমত দিয়ে পরিপূর্ণ করলেন। এভাবে মহাশূন্যে ভ্রমণের প্রস্তুতিপর্ব শেষ করলেন।

নিকটেই বোরাক দন্ডায়মান ছিল। বোরাকের আকৃতি ছিল অদ্ভুত ধরনের। গাধার চেয়ে উঁচু, খচ্চরের চেয়ে নীচু, মুখমন্ডল মানুষের চেহারাসদৃশ, পা উটের পায়ের মত এবং পিঠের কেশর ঘোড়ার মত (রুহুল বয়ান-সুরা ইস্‌রা)। মূলতঃ বোরাক ছিল বেহেস্তী বাহন– যার গতি ছিল দৃষ্টি সীমান্তে মাত্র এক কদম। নবী করিম (দঃ) বোরাকে সওয়ার হওয়ার চেষ্টা করতেই বোরাক নড়াচড়া শুরু করলো। জিব্রাইল (আঃ) বললেন– "তোমার পিঠে সৃষ্টির সেরা মহামানব সওয়ার হচ্ছেন– সুতরাং তুমি স্থির হয়ে যাও"। বোরাক বললো, কাল হাশরের দিনে নবী করিম (দঃ) আমার জন্য আল্লাহর দরবারে শাফাআত করবেন বলে ওয়াদা করলে আমি স্থির হবো। নবী করিম (দঃ) ওয়াদা করলেন। বোরাক স্থির হলো। তিনি বোরাকে সওয়ার হলেন। জিব্রাইল (আঃ) সামনে লাগাম ধরে, মিকাইল (আঃ) রিকাব ধরে এবং ইস্রাফিল (আঃ) পিছনে পিছনে অগ্রসর হলেন। পিছনে সত্তর হাজার ফেরেস্তার মিছিল। এ যেন দুলহার সাথে বরযাত্রী। প্রকৃতপক্ষে নবী করিম (দঃ) ছিলেন আরশের দুলহা (তাফসীরে রুহুল বয়ান)।

মক্কা শরীফ থেকে রওনা দিয়ে পথিমধ্যে মদিনার রওযা মোবারকের স্থানে গিয়ে বোরাক থামলো। জিব্রাইলের ইশারায় তথায় তিনি দু'রাকাত নামায আদায়

www.sunnibarta.com

করলেন। এভাবে ঈছা আলাইহিস সালামের জন্মস্থান বাইতুল লাহাম এবং মাদ্‌ইয়ান নামক স্থানে হযরত শুয়াইব (আঃ)-এর গৃহের কাছে বোরাক থেকে নেমে নবী করিম (দঃ) দু'রাকাত করে নামায আদায় করলেন। এজন্যই বরকতময় স্থানে নামায আদায় করা ছুন্নত। এই শিক্ষাই এখানে রয়েছে। নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেন, আমি বোরাক থেকে দেখতে পেলাম- হযরত মুছা (আঃ) তাঁর মাযারে (জর্দানে) দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন।

অতঃপর জিব্রাইল (আঃ) বায়তুল মোকাদ্দাছ মসজিদের সামনে বোরাক থামালেন। সমস্ত নবীগণ পূর্ব হতেই সেখানে স্বশরীরে উপস্থিত ছিলেন। জিব্রাইল (আঃ) বোরাককে রশি দিয়ে বায়তুল মোকাদ্দাছের ছাখ্‌রা নামক পবিত্র পাথরের সাথে বাঁধলেন এবং আযান দিলেন। সমস্ত নবীগণ (আঃ) নামাযের জন্য দাঁড়ালেন। হযরত জিব্রাইল (আঃ) নবী করিম (দঃ) কে মোসল্লাতে দাঁড় করিয়ে ইমামতি করার জন্য অনুরোধ করলেন। হুযুর (দঃ) সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম ও সত্তর হাজার ফেরেস্তাকে নিয়ে দু'রাকাত নামায আদায় করলেন।

তখনও কিন্তু নামায ফরয হয়নি। প্রশ্ন জাগে-নামাযের আদেশ নাযিল হওয়ার পূর্বে হুযুর (দঃ) কিভাবে ইমামতি করলেন? বুঝা গেল- তিনি নামাযের নিয়ম কানুন পূর্বেই জানতেন। নামাযের তা'লীম তিনি পূর্বেই পেয়েছিলেন-তানযীল বা নাযিল হয়েছে পরে। আজকে প্রমাণিত হলো- নবী করিম (দঃ) হলেন ইমামুল মোরছালীন ও নবীউল আম্বিয়া (আঃ)। নামায শেষে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত সভায় নবীগণ নিজেদের পরিচয় দিয়ে বক্তব্য পেশ করলেন। সর্বশেষ সভাপতি (মীর মজলিস) হিসাবে ভাষণ রাখলেন নবী করিম (দঃ)। তাঁর ভাষণে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করে তিনি বললেন- **"আল্লাহ পাক আমাকে আদম সন্তানগণের মধ্যে সর্দার, আখেরী নবী ও রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন বানিয়ে প্রেরণ করেছেন"**।

[এখানে একটি আক্বিদার প্রশ্ন জড়িত আছে। তা হলো- আম্বিয়ায়ে কেরামগণের মধ্যে চারজন ব্যতিত আর সকলেই ইতিপূর্বে ইনতিকাল করেছেন এবং তাঁদের রওযা মোবারকও বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত। যে চারজন নবী জীবিত, তাঁরা হচ্ছেন- হযরত ইদ্রিছ (আঃ) বেহেশতে, হযরত ইছা (আঃ) আকাশে, হযরত খিযির (আঃ) জলভাগের দায়িত্বে এবং হযরত ইলিয়াছ (আঃ) স্থলভাগের দায়িত্বে। জীবিত ও ইনতিকালপ্রাপ্ত সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) বিভিন্ন স্থান থেকে মূহুর্তের মধ্যে কিভাবে সশরীরে বায়তুল মোকাদ্দাছে উপস্থিত হলেন?

www.sunnibarta.com

তাফসীরে রুহুল বয়ানে এ প্রশ্নের উত্তর এভাবে দেয়া হয়েছে– "জীবিত চারজন নবীকে আল্লাহ তায়ালা স্বশরীরে এবং ইন্‌তিকাল প্রাপ্ত আম্বিয়ায়ে কেরামগণকে মেছালী শরীরে বায়তুল মোকাদ্দাছে উপস্থিত করেছিলেন।" কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থে স্বশরীরে উপস্থিতির কথা উল্লেখ আছে। কেননা, নবীগণ অষ্ট অঙ্গ দ্বারা সিজদা করেছিলেন। **নবীগণ ও অলীগণ মেছালী শরীর ধারণ করে মূহুর্তের মধ্যে আসমান জমিন ভ্রমণ করতে পারেন এবং জীবিত লোকদের মতই সব কিছু শুনতে ও দেখতে পারেন (মিরকাত ও তাঁইছির গ্রন্থ)। আধুনিক থিউসোফীতেও (আধ্যত্মবাদ) একথা স্বীকৃত। ফিজিক্যাল বডি, ইথিক্যাল বডি, কস্যাল বডি, এস্ট্রাল বডি– ইত্যাদি রূপ ধারণ করা একই দেহের পক্ষে সম্ভব এবং বাস্তব বলেও আধুনিক থিউসোফীর বিজ্ঞানীগণ স্বীকার করেছেন।** আমরা মুসলমান। আল্লাহর কুদরত ও প্রদত্ত ক্ষমতার উপর আমাদের ঈমান নির্ভরশীল। এ বিষয়ে কবি গোলাম মোস্তফার বিশ্বনবী বইখানায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মি'রাজের দ্বিতীয় পর্যায়

মি'রাজের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় বায়তুল মোকাদ্দাছ থেকে এবং শেষ হয় সিদ্‌রাতুল মোন্তাহাতে গিয়ে। প্রথম আকাশে গিয়ে জিব্রাইল (আঃ) ডাক দিলেন প্রথম আকাশের ভারপ্রাপ্ত ফেরেস্তাকে এবং দরজা খুলে দিতে বললেন। উক্ত ফেরেস্তা পরিচয় নিয়ে হুযুর (দঃ)-এর নাম শুনেই দরজা খুলে দিলেন। প্রথমেই সাক্ষাত হলো হযরত আদম (আঃ)-এর সাথে। হুযুর (দঃ) তাঁকে ছালাম দিলেন। কেননা ভ্রমণকারীকেই প্রথমে সালাম দিতে হয়। হযরত আদম (আঃ) নবীগণের আদি পিতা। তাই তাঁকে দিয়েই প্রথম অভ্যর্থনা শুরু করা হলো। হযরত আদম (আঃ)-এর নেতৃত্বে অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং প্রথম আকাশের ফেরেস্তারা উক্ত অভ্যর্থনায় যোগদান করেন। এমনিভাবে দ্বিতীয় আকাশে হযরত ঈছা, হযরত যাকারিয়া ও হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ) এবং অন্যান্য নবী ও ফেরেস্তারা অভ্যর্থনা জানালেন।

হযরত যাকারিয়াও উক্ত অভ্যর্থনায় শরীক ছিলেন। নবী করিম (দঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন- "যখন আপনাকে করাত দ্বারা দ্বিখন্ডিত করা হচ্ছিল- তখন আপনার কেমন অনুভব হয়েছিল? উত্তরে যাকারিয়া (আঃ) বললেন– তখন আল্লাহ তায়ালা আমাকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন– "আমি তোমার সাথে আছি। এতদশ্রবণে আমি মউতের কষ্ট ভুলে গিয়েছিলাম"। প্রকৃত আশেকগণের মউতের সময় নবীজীর দিদার নছিব হয়। তাই তাঁদের মউতের কষ্ট অনুভূত হয় না (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া ঃ যাকারিয়া অধ্যায়)।

www.sunnibarta.com

তৃতীয় আকাশে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নেতৃত্বে অন্যান্য নবী ও ফেরেস্তাগণ নবী করিম (দঃ) কে অভ্যর্থনা জানান এবং ছালাম কালাম বিনিময় করেন। চতুর্থ আকাশে হযরত ইদ্রিছ (আঃ), পঞ্চম আকাশে হযরত হারুন (আঃ) ফেরেস্তাগণসহ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। ৬ষ্ঠ আকাশে হযরত মুছা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি অভ্যর্থনা জানিয়ে বিদায়কালে আশ্চর্য হয়ে বললেন- "এই যুবক নবী শেষকালে এসেও আমার পূর্বে বেহেস্তে যাবেন এবং তাঁর উম্মতগণ আমার উম্মতের পূর্বে বেহেস্তে প্রবেশ করবে"। হযরত মুছা (আঃ) নবী করিম (দঃ) ও তাঁর উম্মতের বিশেষ মর্যাদা দেখে আনন্দাশ্রুর কান্না কেঁদেছিলেন। যেমন মা সন্তানের কোন সুসংবাদ শুনতে পেলে আনন্দে কেঁদে ফেলেন। তাঁর এই আফ্‌সোস ছিল আনন্দসূচক ও স্বীকৃতিমূলক- বিদ্বেষমূলক নয়, এটাকে ঈর্ষা বলে। গিব্‌তা বা ঈর্ষা করা শরিয়তে জায়েয-কিন্তু হাছাদ বা হিংসা করা জায়েয নয় (মিশকাত)।

হযরত মুছা (আঃ) সে সময় নবী করিম (দঃ)-এর নিকট একটি হাদীসের ব্যাখ্যা জান্‌তে চেয়েছিলেন। হাদীসটি হলো-নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন-

عُلَمَاءُ أُمَّتِيْ كَأَنْبِيَاءِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ -

অর্থ-**"আমার উম্মতের যাহেরী-বাতেনী এলেম সম্পন্ন আলেমগণ বনী ইসরাইলের নবীগণের ন্যায় (এলেমের ক্ষেত্রে)**। নবী করিম (দঃ) উক্ত হাদীসের যথার্থতা প্রমানের জন্য রুহানী জগত থেকে ইমাম গাযালী (রঃ) কে হযরত মুছা (আঃ)-এর সামনে হাযির করালেন। হযরত মুছা (আঃ) বললেন- "আপনার নাম কি? উত্তরে ইমাম গাযালী (রঃ) নিজের নাম, পিতার নাম, দাদার নাম, পরদাদার নাম সহ ছয় পুরুষের নাম বললেন। হযরত মুছা (আঃ) বললেন, আমি শুধু আপনার নাম জিজ্ঞেস করেছি। আপনি এত দীর্ঘ তালিকা পেশ করলেন কেন? ইমাম গাযালী (রঃ) আদবের সাথে জবাব দিলেন- "আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে আপনিও তো আল্লাহ তায়ালার ছোট্ট একটি প্রশ্নের দীর্ঘ উত্তর দিয়েছিলেন"। ইমাম গাযালীর (রঃ) এলেম ও প্রজ্ঞা দেখে হযরত মুছা (আঃ) মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং হুযুর (দঃ)-এর হাদীসখানার তাৎপর্য্য স্বীকার করে নিলেন। (রুহুল বয়ান তৃতীয় পারা ২৪৮ পৃষ্ঠা)।

[এখানে একটি বিষয় তাৎপর্য্যপূর্ণ। হযরত মূছা (আঃ)-এর ইন্‌তিকালের আড়াই হাজার বৎসর পরে মক্কার জমিনে প্রদত্ত হুযুর (দঃ)-এর ভাষণ তিনি শুনতে

www.sunnibarta.com

পেয়েছিলেন–আপন রওযা থেকে। অপরদিকে দুনিয়াতে আসার পূর্বে আলমে আরওয়াহ্ থেকে ইমাম গাযালী (রঃ)-এর মত একজন বিজ্ঞ অলী আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে তুর পর্বতে ঘটে যাওয়া মুছা (আঃ)-এর ঘটনা সম্পর্কেও অবগত ছিলেন। এতে প্রমাণিত হলো– আল্লাহর নবী ও অলীগণকে আল্লাহ্ তায়ালা বাতেনী প্রজ্ঞা দান করেছেন– যাকে নূরে নযর বা ফিরাছাত বলা হয়। আল্লাহর অলীগণ আল্লাহ্ প্রদত্ত কাশ্‌ফ দ্বারা অনেক সময় মানুষের মনের গোপন কথাও বলে দিতে পারেন। ইমাম আবু হান্নিফা (রঃ) কুফার এক মসজিদে জনৈক মুছল্লিকে অযু করতে দেখে বলেছিলেন–

"তুমি যিনা করে এসেছো। লোকটি অবাক হয়ে বললো, আপনি কিভাবে জানলেন? ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বললেন– তোমার অযুর পানির সাথে যিনার গুনাহ্ ঝরে পড়ছিল।"

হাদীসেও অযুর পানির সাথে গুনাহ্ ঝরে পড়ার কথা উল্লেখ আছে। লোকটি ইমাম সাহেবের বাতেনী এলেম দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলো এবং সাথে সাথে ইমাম সাহেবের হাতে তওবা করলো। বড়পীর হযরত গাউছুল আ'যম আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) বাহ্‌জাতুল আসরার কিতাবে বলেন ঃ

إِنَّ السُّعَدَاءَ وَالْأَشْقِيَاءَ لَيُعْرَضُوْنَ عَلٰى عَيْنَيَّ فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ

অর্থ–"দুনিয়ার নেককার ও বদকার– সকলকেই আমার দৃষ্টিতে পেশ করা হয় লওহে মাহ্‌ফুযে"। লওহে মাহ্‌ফুযে নেককার-বদকার সকলের তালিকা রয়েছে। হযরত বড়পীর (রঃ)-এর নযরও দুনিয়া থেকে লওহে মাহ্‌ফুযে নিবদ্ধ। এজন্যই মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী (রঃ) মসনবী শরীফে বলেছেনঃ

لوح محفوظ است پیش اولیاء+آنچه محفوظ ست محفوظ از خطا

অর্থ–**"লওহে মাহফুয অলী-আল্লাহগণের নযরের সামনে। একারণেই তাঁদের দিব্যদৃষ্টি সমস্ত ত্রুটি থেকে মুক্ত"।**

হযরত মুছা (আঃ) থেকে বিদায় নিয়ে নবী করিম (দঃ) জিব্রাইল (আঃ) সহ সপ্তম আকাশে গেলেন। সেখানে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ফেরেস্তাগণসহ নবী করিম (দঃ) কে অভ্যর্থনা জানালেন। নবী করিম (দঃ) ইরশাদ করেন– **"আমি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে একটি কুরছিতে বসে বাইতুল মামুর মসজিদের গায়ে হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় দেখতে পেয়েছি"** (রুহুল বয়ান)।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দুনিয়াতে আল্লাহর ঘর কা'বা শরীফ তৈরী করেছিলেন। তার বিনিময়ে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে সপ্তাকাশের বাইতুল মামুর মসজিদের

www.sunnibarta.com

মোতাওয়াল্লীর সম্মান দান করেছেন। দীর্ঘ এক হাদীসে এসেছে- বাইতুল মামুরে হুযুর (দঃ)-এর সাথে নামায আদায় করেছিলেন সাদা পোষাকধারী একদল উম্মত- যাদের মধ্যে গাউসুল আযমও ছিলেন। (আ'লা হযরতের ইরফানে শরিয়ত তৃতীয় খন্ড)।

আসমানে ভ্রমণের সময়ই নবী করিম (দঃ) বেহেস্ত ও দোযখ প্রত্যক্ষ করেন। পরকালে বিভিন্ন পাপের কি রকম শাস্তি হবে, তার কিছু নমুনা তিনি মেছালী ছুরতে প্রত্যক্ষ করেছেন। সুদ, ঘুষ, অত্যাচার, নামায বর্জন, ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ, প্রতিবেশীর উপর যুলুম, স্বামীর অবাধ্যতা, বেপর্দা ও অন্য পুরুষকে নিজের রূপ প্রদর্শন, যিনা, ব্যাভিচার ইত্যাদির শাস্তি নবী করিম (দঃ) স্বচক্ষে দেখেছেন।

বেহেস্তে হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর জন্য সংরক্ষিত প্রাসাদ, হযরত ওমরের (রাঃ) প্রাসাদ, হযরত বেলালের (রাঃ) পাদুকার আওয়ায- এসব দেখেছেন এবং শুনেছেন। বেহেস্তের চারটি নহরের উৎসস্থল নবী করিম (দঃ) কে দেখান হয়েছে। বিছমিল্লাহর চারটি শব্দের শেষ চারটি হরফ থেকে (م-ه-ن-م) চারটি নহর প্রবাহিত হয়ে হাউযে কাউছারে পতিত হতে দেখেছেন। দুধ, পানি, শরবত ও মধু- এই চার প্রকারের পানীয় বেহেস্তবাসীকে পান করানো হবে। যারা ভক্তি ও ঈমানের সাথে প্রত্যেক ভাল কাজ বিছমিল্লাহ বলে শুরু করবে, তাদের জন্য এই নেয়ামত রাখা হয়েছে। (তাফসীরে রুহুল বয়ানে বিছমিল্লাহর ব্যাখ্যায় এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে)।

সপ্ত আকাশ ভ্রমণের পর জিব্রাইল (আঃ) খাদেম হিসাবে বা প্রটোকল হিসাবে নবী করিম (দঃ) কে সিদ্‌রাতুল মোন্তাহা বা সীমান্তের কুলবৃক্ষের নিকট নিয়ে যান। হাদীসে এসেছে- **"এ বৃক্ষের পাতা হাতীর কানের মত বড় এবং ফল ওহোদ পাহাড়ের ন্যায় বড়। শহীদগণের রূহ মোবারক সবুজ পাখীর ছুরতে উক্ত বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করছেন।"** নবী করিম (দঃ) স্বচক্ষে তা দর্শন করেছেন। সিদরা বৃক্ষ পৃথিবীর সপ্ত তবক নীচ থেকে চৌদ্দ হাজার বছরের রাস্তার উপরে অবস্থিত। সিদ্‌রা থেকে আরশের দূরত্ব ছত্রিশ হাজার বৎসরের রাস্তা। সর্বমোট পঞ্চাশ হাজার বৎসরের দূরত্বে আরশে মোয়াল্লা। (ইবনে আব্বাস)। আরশে মোয়াল্লা থেকেই আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় নির্দেশ ফিরিস্তাগণের নিকট আসে। হযরত জিব্রাইল (আঃ) সিদ্‌রাতুল মোন্তাহা থেকেই আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় নির্দেশ গ্রহণ করে থাকেন। এখানে এসেই জিবরাঈলের গতি শেষ হয়ে যায়।

www.sunnibarta.com

মি'রাজের তৃতীয় পর্যায় ঃ সিদ্‌রা হতে আরশে আযীম পর্যন্ত

সিদ্‌রাতুল মোন্তাহায় পৌছে জিব্রাইল (আঃ) নবী করিম (দঃ) থেকে বিদায় নিলেন এবং বললেন- - لَوْدَنَوْتَ مِنْهَا اَنْمِلَةً لَاَحْرِقْتُ وَفِيْ رِوَايَةٍ شَعْرَةً

অর্থ-**"সিদ্‌রাতুল মোন্তাহা থেকে এক আঙ্গুল-অন্য রেওয়ায়তে চুল পরিমাণ অগ্রসর হলে আমার ছয়শত নূরের পাখা নূরের তাজাল্লীতে জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যাবে"** । সোব্‌হানাল্লাহ!

যেখানে নূরের ফেরেস্তা জিব্রাইল (আঃ) জ্বলে যায়, সেখানে আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) সশরীরে স্বচ্ছন্দে সামনে অগ্রসরমান । বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । গ্রন্থের প্রারম্ভে হযরত জাবের (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত নূরে মোহাম্মদী সৃষ্টির হাদীসখানা আর একবার পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি- "তিনি আল্লাহর যাতী নূরের জ্যোতি হতে পয়দা হয়েছেন" । বুঝা গেল- তিনি মাটি নন । মাটি হলে তথায় জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যেতেন । জিব্রাইল (আঃ) আমাদের নবীজীর (দঃ) নূরের সামান্যতম অংশের তাজাল্লী দিয়ে সৃষ্টি । যেখানে জিব্রাইলের গতি শেষ, সেখান থেকে আমাদের নবীজীর (দঃ) যাত্রা শুরু । হাকিকতে মোহাম্মদী (দঃ) সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হলে হযরত জিব্রাইল (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করতে হবে- সিদ্‌রাতুল মোন্তাহার পরে জিব্রাইল (আঃ) নবীজীকে কেমন দেখেছিলেন । জিব্রাইলও বলতে পারবেনা-তার পরের ঘটনা কি ঘটেছিল । ফিরতি পথে হুযুর (দঃ)-এর স্বরূপ কেমন ছিল-তা জানতে হবে মুছা (আঃ)-এর কাছে । সেদিন তিনি প্রকৃতপক্ষে কাকে দেখেছিলেন?

বিদায়ের সময় জিব্রাইল (আঃ) নবী করিম (দঃ)-এর কাছে একটি আরয পেশ করেছিলেন- "আল্লাহ যেন হাশরের দিনে জিব্রাইলকে পুলছিরাতের উপর তার ছয়শত নূরের পাখা বিছিয়ে দেয়ার অনুমতি দান করেন" । উম্মতে মোহাম্মদী যেন উক্ত পাখার উপর দিয়ে পুলসিরাত পার হয়ে যেতে পারে । নবী করিম (দঃ) আল্লাহর দরবারে জিব্রাইলের এই ফরিয়াদ পেশ করলে আল্লাহ তায়ালা ছাহাবায়ে কেরাম ও আহ্‌লে মহব্বতের লোকদের জন্য তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন । আল্লাহ্ পাক বলেছিলেন- هٰذَا لِمَنْ صَحِبَكَ وَاَهْلِ مَحَبَّتِكَ (মাওয়াহেব লাদুন্নিয়া) । অর্থ-**"জিব্রাইলের পাখার ওপর দিয়ে পুলছিরাত অতিক্রম করার**

www.sunnibarta.com

আরজি মঞ্জুর করা হলো–আপনার সাহাবী এবং আশেকানদের জন্য" । এই দুই শ্রেণীর লোক জিব্রাইলের পাখার উপর দিয়ে পুলছিরাত পার হয়ে যাবে ।

জিব্রাইল (আঃ) থেকে বিদায় হওয়ার পর রফরফ নামে এক বাহন এসে নবী করিম (দঃ) কে আরশে আযিমে পৌঁছিয়ে দেয় । এ পথে নবী করিম (দঃ) সত্তরটি নূরের পর্দা ভেদ করেন । এক এক পর্দার ঘনত্ব ছিল পাঁচশত বৎসরের রাস্তা । এ হিসাবে ৩৬ হাজার বৎসরের রাস্তা অতিক্রম করে নবী করিম (দঃ) আরশে মোয়াল্লায় পৌঁছলেন । এ পথে যখন তিনি একাকীত্ব অনুভব করছিলেন, তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর আওয়ায শুনতে পেয়ে শান্ত হয়েছিলেন । আর একটি আওয়াজও তিনি শুনতে পেয়েছিলেন ঃ

قِفْ يَا مُحَمَّدُ فَاِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّيْ

অর্থ–**"হে প্রিয় মোহাম্মদ (দঃ), আপনি একটু থামুন, আপনার রব সালাত পাঠ করছেন"** । আল্লাহর সাথে দীদারের সময় নবী করিম (দঃ) এ দু'টি বিষয়ের রহস্য জানতে চাইলেন । আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমার সালাত অর্থ আপনার উপর দরূদ পাঠ করা । আর আবু বকরের সুরতে এক ফেরেস্তা সৃষ্টি করে আবু বকরের আওয়াজ নকল করা হয়েছিল- যেন আপনি শান্ত হন । মহিউদ্দিন ইবনে আরবী (রঃ)-এর তাফসীরে বলা হয়েছে– হযরত আবু বকর সিদ্দিকই (রাঃ) রুহানীভাবে ফিরিস্তার সূরতে তথায় উপস্থিত ছিলেন । এটা ছিল তাঁর কারামত । কেননা, তিনি ছিলেন রাসুলে পাকের নিত্যসঙ্গী । তিনি দুনিয়াতে, মাযারে, হাশরের ময়দানে এবং জান্নাতেও নবী করিম (দঃ)-এর সঙ্গী থাকবেন । সুতরাং মি'রাজে রূহানীভাবে উপস্থিত থাকা খুবই স্বাভাবিক (দেখুন ইরফানে শরিয়ত) ।

আরশে পৌঁছার পর লাওহে মাহফুয অবলোকনকালে নবী করিম (দঃ) দেখতে পেলেন, তথায় শেষ বাক্যটি লেখা ছিল এরূপ ঃ

قَدْ سَبَقَتْ رَحْمَتِيْ عَلٰى غَضَبِيْ

অর্থ–**"আমার গযবের উপর আমার রহমত প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে"**

উক্ত হাদীসে কুদসীর মধ্যে উম্মতের জন্য একটি গোপন ইশারা নিহিত রয়েছে । তা হলো- কিছু শাস্তি ভোগ করার পর সমস্ত হকপন্থী উম্মতই আল্লাহর রহমতে নাজাত পাবে ।

নবী করিম (দঃ) আরশকে জিজ্ঞেস করলেন– আমি সমগ্র জাহানের জন্য রহমত- তোমার জন্য কিরূপে রহমত? আরশ তখন আরয করলো– আল্লাহ

www.sunnibarta.com

তায়ালা যখন আমার মধ্যে কলেমার প্রথম অংশ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' লিখলেন, তখন আল্লাহর জালালী শানে আমার মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হয়েছিল। মনে হয়েছিল– যেন আমি টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাব। তারপর যখন তার পার্শ্বে আপনার জামালী নামের অংশটুকু– 'মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' লিখে দিলেন- তখন আমার কম্পন বন্ধ হয়ে গেল (শানে হাবীব)! সুতরাং আপনি আমার জন্য বিরাট রহমত।

লা মাকানের উদ্দেশ্যে রওনা

আরশ মোয়াল্লা হতে এবার লা-মাকানের দিকে–অজানার পথে রওনা দিলেন নবী করিম (দঃ)–যেখানে স্থান, কাল বলতে কিছুই নেই। সমগ্র সৃষ্টিজগতই তখন নবীজীর কদমের নীচে। আসমান, জমিন, চন্দ্র-সূর্য্য আরশ কুর্ছি–সবকিছু, এমন কি-আলমে খালক (সৃষ্টি জগত) ও আলমে আমর (নির্দেশ জগত) সবকিছুই তখন নবী করিম (দঃ)-এর পদতলে রয়ে গেল। তিনি সমস্ত কিছু অতিক্রম করে আল্লাহর এত নিকটবর্তী হলেন যে, দুই ধনুকের চার মাথার ব্যবধান বা তার চেয়েও কম ব্যবধান রয়ে গেল। এটা রহস্য জগত। এ অবস্থাকে মুতাশাবিহাত বা দুর্বোধ্য অবস্থা বলা হয়। কোরআন মজিদে এই মাকামকে قَابَ قَوْسَيْنِ বলা হয়েছে। শারিরীক সান্নিধ্য এখানে উদ্দেশ্য নয়। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য ও ঘনিষ্ট সান্নিধ্য বুঝানো।

তাফসীরে রুহুল বয়ান ৩য় পারা প্রথম আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, **"নবী করিম (দঃ)-এর নূরানী সুরতের বহিঃপ্রকাশ হয়েছিল সে সময়। তাঁর বাশারিয়াত সে সময় উন্নত হতে হতে নূরে ওয়াহ্‌দানিয়াতের মধ্যে মিশে গিয়েছিল"** যেমন মিশে যায় পানিতে চিনি। এই মকামকে তাছাওফের ভাষায় 'ফানা' বলা হয়। রুহুল বয়ানের এবারতটুকু নিম্নে পাঠকদের জন্য উদ্ধৃত করা হল।

اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَابَقِىَ فِىْ مَكَانٍ وَلَا فِى الْاَمْكَانِ فِىْ
لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ لِاَنَّهٗ كَانَ فَانِيًا عَنْ ظُلْمَةِ وُجُوْدِهٖ - بَاقِيًا بِنُوْرِ
وُجُوْدِهٖ - وَلِهٰذَا سَمَّاهُ اللّٰهُ نُوْرًا فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى قَدْ جَاءَ كُمْ
مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتَابٌ مُّبِيْنٌ (صفحه ٣٩٥ پاره تلك الرسل)

www.sunnibarta.com

অর্থ–"নবী করিম (দঃ) লাইলাতুল মি'রাজে কোন স্থানে বা সৃষ্টি জগতে সীমাবদ্ধ ছিলেননা। কেননা, তখন তিনি তাঁর জড় অস্তিত্বের অন্ধকার ভেদ করে ফানা হয়ে আল্লাহর নূরের অস্তিত্বে অস্তিত্ববান হয়েছিলেন। এ কারণেই কোরআন মজিদে (সুরা মায়েদা-১৫ আয়াত) আল্লাহ তায়ালা তাঁকে 'নূর' বলে আখ্যায়িত করে এরশাদ করেছেন, হে জগতবাসী, তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে প্রথমে এক মহান নূর ও পরে একটি স্পষ্ট কিতাব এসেছে"।

বুঝা গেল– তিনি দুনিয়াতে আগমনকালেই নূর ছিলেন– মাটি নয়। যারা মাটি বলে–তারা ভ্রান্ত। (তাফসীরে রূহুল বয়ান পৃঃ ৩৯৫ তৃতীয় পারা ১ম আয়াত)। উক্ত আয়াতের পূর্ণ বিকাশ হয়েছিল "ক্বাবা কাওছাইন" মাকামে।

আল্লাহর সাথে কালাম

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে নবী করিম (দঃ)-এর কি কি কথোপকথন হয়েছিল, তা কোরআনে গোপন রাখা হয়েছে। শুধু ইরশাদ হয়েছেঃ فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى ـ

অর্থ–'যা গোপনে বলার- আল্লাহ তায়ালা তা আপন প্রিয় বান্দার কাছে গোপনেই বলে দিয়েছেন'। নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

اُوْتِيْتُ الْعُلُوْمَ وَاُمِرْتُ بِكِتْمَانِ بَعْضِهَا

অর্থ–"আমাকে অনেক প্রকারের গুপ্ত-সুপ্ত এলেম দান করা হয়েছে এবং সাথে সাথে ঐ এলেমের কোন কোন বিষয় গোপন রাখতেও আমাকে নির্দেশ করা হয়েছে"।

কাসাসুল আম্বিয়া নামক উর্দ্দূ কিতাবে নব্বই হাজার কালামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ত্রিশ হাজার কালাম হাদীসের আকারে সকলের জন্য এবং ত্রিশ হাজার কালাম খাছ খাছ লোকদের নিকট প্রকাশ করার জন্য এবং অবশিষ্ট ত্রিশ হাজার সম্পূর্ণ নিজের কাছে গোপন রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। (তাফসীরে ছাভী দেখুন সূরা নিছা-১১৩ আয়াত)

তাফসীরে রুহুল বয়ানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী করিম (দঃ) এক পর্যায়ে আল্লাহর দরবারে আরয করেছিলেন– "আমার উম্মতকে সর্বশেষে এবং কিয়ামতের নিকটবর্তী করে কেন পাঠান হলো এবং তাদের হায়াত পূর্বের তুলনায় কম রাখা হলো কেন"? উত্তরে আল্লাহ তায়ালা বলেছিলেন, "আপনার

www.sunnibarta.com

উম্মতগণ যেন গুনাহ্ করার সময় কম পায়, সেজন্য তাদের হায়াত সংকীর্ণ করেছি এবং আপনার উম্মত যেন কম সময় কবরে থাকে– তাই তাদেরকে কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সর্বশেষে প্রেরণ করেছি"। সুব্হানাল্লাহ! এই সময়ের সদ্ব্যবহার করা প্রত্যেক জ্ঞানী লোকেরই উচিত। নবীজীর উম্মত হওয়ার কারণেই আমাদেরকে এ সুযোগ দেয়া হয়েছে।

প্রত্যক্ষ দর্শন ঃ

আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছার পর প্রথমে নবী করিম (দঃ) আল্লাহর প্রশংসা করলেন এভাবে– اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ -

অর্থ–"**আমার জবান, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ধন-সম্পদ দ্বারা যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য হাদিয়া স্বরূপ পেশ করছি**"।

এর উত্তরে আল্লাহ তায়ালা নবীজীকে ছালাম দিয়ে বললেন-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

অর্থ–"**হে আমার প্রিয় নবী, আপনার প্রতি আমার ছালাম, রহমত ও বরকতসমূহ বর্ষিত হোক**"। উক্ত ছালামের জবাবে নবী করিম (দঃ) আরয করলেন– اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِاللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ -

অর্থ–"**হে আল্লাহ! তোমার ছালাম এবং আমি আমার গুনাহ্গার উম্মতের উপর এবং তোমার অন্যান্য নেককার বান্দাদের উপরও বর্ষিত হোক**"! আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের এই ছালাম বিনিময়ের কৌশলপূর্ণ উক্তি ও ভালবাসার নমুনা এবং উম্মতের প্রতি নবীজীর স্নেহ মমতা দেখে ও শুনে জিব্রাইল সহ আকাশের মোকাররাবীন ফেরেস্তাগণ সমস্বরে বলে উঠলেন–

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

অর্থ–"**আমি (প্রত্যেকে) সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) আল্লাহর অতি প্রিয় বান্দা এবং তাঁর প্রিয় রাসুল**"। "**আল্লাহর কাছে তিনি প্রিয় বান্দা– কিন্তু বিশ্ব জগতের কাছে তিনি প্রিয় রাসুল**"। **কি যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক এখানে বর্ণনা করা হয়েছে–তা কেবল মহাজ্ঞানীরাই অনুধাবন করতে পারবেন।**

www.sunnibarta.com

আল্লাহ তায়ালা নিজের ও হাবীবের মধ্যে ভাব বিনিময়ের এই তাশাহ্হুদ আমাদের নামাযের একটি ওয়াজিব অংশ করে দিয়েছেন। এর প্রতিটি শব্দ নামাযের বৈঠককে ওয়াজিব করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার দরবারে নবী করিম (দঃ) যেভাবে সম্মোধনমূলক তাহিয়্যাত পাঠ করেছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালাও যেভাবে সম্বোধন করে নবীজীকে ছালাম দিয়েছিলেন, অনুরূপভাবেই তাশাহ্হুদ পড়ার সময় প্রত্যেক মুছল্লিকে আল্লাহকে সম্বোধন করে তাহিয়্যাত অংশটুকু পাঠ করতে হবে এবং নবী করিম (দঃ)-কেও সম্বোধন করে ছালাম পেশ করতে হবে। ফতোয়া শামীর এবারত দেখুন-

وَيُقْصَدُ بِهَا الْاِنْشَاءُ لَا الْاِخْبَارُ -

অর্থ-"আল্লাহর তাহিয়্যাত এবং রাছুলের প্রতি ছালাম পাঠকালীন সময়ে খেতাব বা সম্বোধন করতে হবে। শুধু মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়"। (ফতোয়ায়ে শামী, ফতোয়ায়ে আলমগীরী ও বাহারে শরীয়ত দ্রষ্টব্য)।

যেহেতু মুমিনদের জন্য নামায মি'রাজ স্বরূপ- সুতরাং মি'রাজের মতই আল্লাহ ও রাসুলকে সম্বোধন করতে হবে। সম্বোধন করা হয় হাযির নাযির ব্যক্তিকে। সুতরাং নবীজী হাযির ও নাযির। (ইমাম গাযালীর ইহ্ইয়া)

উম্মতের জন্য মাগফিরাতের সুপারিশ ঃ

রিয়াজুন্নাছেহীন কিতাবে তাফসীরে মুগনী ও মিরছাদুল ইবাদ নামক দুটি গ্রন্থের সুত্রে বর্ণিত আছে- নবী করিম (দঃ) কে আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞেস করলেন, **"আপনি আমার কাছে কি প্রার্থনা করেন"? নবী করিম (দঃ) বললেন- "হে আল্লাহ, আপনি রাব্বুল আলামীন, আর আমাকে বানিয়েছেন রাহ্মাতুল্লিল আলামীন। আমার উম্মত বেশুমার গুনাহগার মুযনেবীন। আমার খাতিরে আমার গুনাহগার উম্মতকে মাফ করে দিন"। আল্লাহ তায়ালা বললেন- "আপনার খাতিরে আপনার উম্মতের মধ্য হতে সত্তর হাজারকে ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি"। এরপর আর কি প্রার্থনা আছে? নবী করিম (দঃ) পুনরায় গুনাহগার উম্মতের কথা উল্লেখ করলেন। এভাবে ৭০০ (সাতশত) বার প্রার্থনা করলেন। প্রত্যেকবার সত্তর হাজার করে গুনাহগার উম্মতের ক্ষমার কথা ঘোষণা করলেন পাক পরওয়ারদেগার। এভাবে চার কোটি নব্বই লক্ষ উম্মতকে ঐ দিন ক্ষমার আওতায় আনা হলো।**

নবী করিম (দঃ) উম্মতের মায়ায় আবারও আরয পেশ করলেন। আল্লাহ তায়ালা এবার বললেন- "এখন আপনি ও আমি একা। হাশরের ময়দানে ফেরেস্তা,

www.sunnibarta.com

আম্বিয়া, আউলিয়া ও হাশরবাসীদের সবার সামনে অবশিষ্টকে ক্ষমা করবো। আপনি চাইবেন– আমি দেবো। সবাই সাক্ষী থাকবে এবং আপনার মর্তবা তখন সকলেই উপলব্ধি করবে"। সোব্‌হানাল্লাহ! এমন শাহী দরবারে গিয়েও নবী করিম (দঃ) নিজের ও পরিবারের জন্য কিছুই না চেয়ে শুধু গুনাহগার উম্মতের নাজাত প্রার্থনা করেছেন। সত্যিই তিনি ঈমানদারদের জন্য রাউফ ও রাহীম। সুরা তওবার শেষাংশে এরশাদ হয়েছে ঃ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ

অর্থাৎ– **"নবী করিম (দঃ) মোমেনদের জন্য স্নেহময় ও দয়াশীল"**। এই স্নেহ ও দয়ার বহিঃপ্রকাশ হয়েছিল মি'রাজের রাত্রিতে এবং ভবিষ্যতে হবে হাশরের ময়দানে। যখন আল্লাহর ভয়ে কেউ সুপারিশের জন্য অগ্রসর হবে না– তখন নবী করিম (দঃ) হতাশ হাশরবাসীদেরকে অভয় দিয়ে বলবেন, اَنَا لَهَا **"তোমাদের শাফাআতের জন্য আমি আছি"** –(বোখারী ও মুসলিম)। সুব্‌হানাল্লাহ!

মি'রাজ হতে ষষ্ঠ আকাশে প্রত্যাবর্তন ও পুনঃ গমন

অনেক রায় ও নেয়াযের কথার পর আল্লাহ তায়ালা উম্মতে মোহাম্মদীর উপর দিনে রাত্রে ৫০ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করলেন এবং নবী করিম (দঃ) কে বিদায় দিলেন। নবী করিম (দঃ) যখন ৬ষ্ঠ আকাশে আসলেন, তখন মুছা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাত হলো। সিদ্‌রাতুল মোন্তাহাতে জিব্রাইল (আঃ), কিংবা সপ্তম আকাশে হযরত ইব্রাহীম (আঃ), কিংবা অন্য কোন আকাশে অন্যান্য নবীগণের সাথে সাক্ষাতের উল্লেখ কোন হাদীসগ্রন্থে দেখা যায়না। শুধু মুছা (আঃ)-এর উল্লেখ রয়েছে– (বোখারী মুসলিম, মিশকাত প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থ)।

হযরত মুছা (আঃ) আরয করলেন– **"কত ওয়াক্ত নামায ফরয করা হলো আপনার উম্মতের উপর"? হুযুর (দঃ) বললেন– পঞ্চাশ ওয়াক্ত। মূছা (আঃ) বললেন, আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি – আপনার উম্মত তা আদায় করতে পারবে না। কেননা, আমার উম্মতের উপর আরও কম হওয়া সত্ত্বেও তারা তা আদায় করতে পারেনি। সুতরাং আপনি আপনার রবের কাছে আবার ফিরে যান এবং হাল্কা করার প্রার্থনা করুন**। হাদীসের এবারত নিম্নরূপ–

اِرْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ وَاسْئَلِ التَّخْفِيْفَ ـ

অর্থ–**"আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং হাল্কা করার দরখাস্ত পেশ করুন"**। হুযুর (দঃ) এরশাদ করেন- **"অতঃপর আমি ফিরে গেলাম। আল্লাহ তায়ালা**

www.sunnibarta.com

এবার পাঁচ ওয়াক্ত কমালেন। **আমি পুনঃ ৬ষ্ঠ আকাশে ফিরে আসলাম। এবারও মুছা (আঃ) পুনরায় আমার রবের কাছে ফিরে যেতে আরয করলেন"**। এভাবে নয় বার ৬ষ্ঠ আকাশ থেকে নবী করিম (দঃ) আল্লাহর দরবারে যাওয়া-আসা করলেন। আল্লাহ তায়ালা প্রতিবার পাঁচ ওয়াক্ত করে নামায কমাতে থাকলেন এবং পঞ্চাশের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ ওয়াক্ত কমিয়ে মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত বহাল রাখলেন। এবারও হযরত মুছা (আঃ) পুনরায় আল্লাহর দরবারে ফিরে যাওয়ার জন্য আরয পেশ করলেন। নবী করিম (দঃ) বললেন- **"আমি পাঁচ ওয়াক্তেই রাজী হলাম। পুনরায় ফিরে যেতে লজ্জা লাগে"**। আল্লাহ পাক সাথে সাথে ওহী নাযেল করলেন ঃ لاتبديل لكلمات الله ।

অর্থাৎ- **"আল্লাহর ফায়সালার আর কোন পরিবর্তন হবে না"। তবে আল্লাহ তায়ালা শান্তনা দিয়ে নবী করিম (দঃ) কে বললেন, "আপনার উম্মত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করলে আমার এখানে পঞ্চাশ ওয়াক্তই লিখা হবে। সুতরাং আপনার উম্মতকে পাঁচ ওয়াক্ত দেয়া যেমন ঠিক, তেমনিভাবে আমার পঞ্চাশ ওয়াক্তের নির্দেশও ঠিক**। পার্থক্য শুধু সংখ্যায়- "গুণে নয়"। সুব্হানাল্লাহ! আল্লাহর কি অসীম দয়া! বান্দা পাঁচ ওয়াক্ত আদায় করবে, আর আল্লাহ তায়ালা তার দশগুন করে রেকর্ড করবেন-এমন নযির কোথাও আছে কি?।

পাঁচ ওয়াক্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার হেকমত তাফসীরে রুহুল বয়ান, ইতকান, বেদায়া নেহায়া- প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। ফজর নামায হযরত আদম (আঃ) আদায় করতেন। যোহরের নামায হযরত ইব্রাহীম (আঃ), আসরের নামায হযরত ইউনুছ (আঃ), মাগরিবের নামায হযরত ঈছা (আঃ) এবং এশার নামায হযরত মুছা (আঃ) আদায় করতেন। আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করে পাঁচজন পয়গাম্বরের পাঁচ ওয়াক্ত নামায একত্রিত করে উম্মতে মোহাম্মদীকে দান করলেন। সুতরাং নামাযের ইবাদতটি নবীগণের স্মৃতি বহনকারীও বটে।

[মূলতঃ প্রত্যেক ইবাদতের মধ্যেই, এমনকি- প্রত্যেক তসবিহ্-এর মধ্যেও কোন না কোন নবী, অলী অথবা ফেরেস্তার ইবাদতের স্মৃতি বিজড়িত আছে। যেমন- হজ্বের মধ্যে হযরত ইব্রাহীম, কোরবানীর মধ্যে হযরত ইসমাইল (আঃ), সাঈ-এর মধ্যে বিবি হাজেরা এবং আরাফাতে অবস্থানের মধ্যে হযরত আদম (আঃ)-এর স্মৃতি জড়িত। নামাযের মধ্যে কিয়াম, রুকু, সিজদা, তছবিহ্-ইত্যাদি ফেরেস্তাদের ইবাদতের স্মৃতি-যা নবী করিম (দঃ) মি'রাজে প্রত্যক্ষ করে

www.sunnibarta.com

এসেছেন। নবী করিম (দঃ) প্রথমে নিজে আমল করেছেন। পরে আমাদেরকে হুকুম করেছেন-- হুযুর (দঃ) কে দেখে দেখে অনুসরণ করার জন্য। সুতরাং নবী করিম (দঃ)-এর অনুকরণ ও অনুসরণের নামই ইবাদত– যার মধ্যে রয়েছে অন্যদের স্মৃতি বিজড়িত। (জালালুদ্দীন সূয়ুতি কৃত শরহে সুদূর)।

এখানে প্রশ্ন জাগে- মি'রাজ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে শুধু মুছা (আঃ)-এর সাথে হুযুর (দঃ)-এর সাক্ষাৎ এবং তাঁর অনুরোধে বার বার আল্লাহ্‌র দরবারে নবী করিম (দঃ)-এর যাতায়াত কি আল্লাহর ইচ্ছায় এবং পরিকল্পনা মোতাবেক হয়েছিল–না কি দুই নবীর ইচ্ছায় হয়েছিল? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। সাথে সাথে আর একটি প্রশ্নও এসে যায়। তাহলো– নবী করিম (দঃ) বার বার আল্লাহর দরবারে গেলেন কিসে করে এবং দুনিয়াতে ফেরত আসলেন কেমন করে? আরও একটি প্রশ্ন জাগে--মুছা (আঃ) কি উদ্দেশ্যে উম্মতে মোহাম্মাদীর জন্য সুপারিশ করেছিলেন? অন্য কোনও উদ্দেশ্য এর ভিতরে নিহিত ছিল কিনা? বিভিন্ন কিতাবে এসবের উত্তর দেয়া আছে। নিম্নে ক্রমান্বয়ে বর্ণনা করা হলো।

১। **প্রথম প্রশ্নের উত্তর হলো ঃ** আল্লাহ তায়ালার পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেকই হযরত মুছা (আঃ) ৬ষ্ঠ আকাশে অপেক্ষমান ছিলেন। আল্লাহর ইচ্ছা ছিল– তাঁর প্রিয় হাবীব বারবার তাঁর দরবারে ফিরে যাক এবং দশবার তাঁর সাথে হাবীবের দীদার নসিব হোক। (তাফসীরে সাভী)

২। **দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব হচ্ছে ঃ** ষষ্ঠ আকাশ থেকে আল্লাহর দরবারে যাতায়াতের ক্ষেত্রে বা দুনিয়াতে ফেরত আসার ক্ষেত্রে রফরফ বা বোরাক ব্যবহারের উল্লেখ হাদীসের কিতাবে সরাসরি পাওয়া যায় না। তাফসীরে রুহুল মাআনীতে বলা হয়েছে ঃ যেভাবে বোরাকে করে নবী করিম (দঃ) মি'রাজ গমন করেছেন, সেভাবেই আবার ফেরত এসেছেন। এটাই স্বাভাবিক ধারণা। তাফসীরে রুহুল বয়ান তাফসীরে রুহুল মাআনীরও পূর্বে রচিত– তাই এর মতামত অধিক শক্তিশালী। উক্ত তাফসীরে রুহুল বয়ানের গ্রন্থকার সুরা নাজম-এর প্রথম তিনটি আয়াত-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ

وَالنَّجْمِ + إِذَا هَوٰى + مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى +

অর্থ–"**নিম্নগামী তারকার শপথ। তোমাদের সাথী মোহাম্মদ (দঃ) কখনও পথ ভুলেননি বা পথভ্রষ্ট হননি এবং টেরা বাঁকাও হননি**"।

www.sunnibarta.com

তাফসীরকারক বলেন– উক্ত আয়াত মি'রাজের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। সাধারণ অর্থে অস্তমিত তারকা হলেও ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ) -এর মতে 'নাজম দ্বারা উক্ত আয়াতে নবী করিম (দঃ) কেই বুঝান হয়েছে। কেননা হুযুর (দঃ)-এর এক হাজার নামের মধ্যে আন-নাজম একটি নাম"। আর هوى অর্থ নিম্নগামী। তাহলে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়– "আল্লাহর দরবার থেকে নিম্নগামী তারকা মুহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর শপথ"! আর 'পথ ভুলেননি বা টেরা বাঁকা হননি'– এই মন্তব্যের অর্থ ঃ "যে পথে তিনি এসেছিলেন, সেপথেই ফিরত গিয়েছেন"।

বোরাক বা রফরফের মাধ্যমে প্রত্যাবর্তন করলে একথার প্রয়োজন হতো না। কেননা, তখন তো বোরাক বা রফরফই তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতো। সুতরাং নবী করিম (দঃ) মি'রাজ থেকে আসাকালীন সময়ে আল্লাহর কুদরতে একা একা যাতায়াত করেছেন– এটাই সুস্পষ্ট। কেননা, তিনি তো নূর। নূর ও আলো সব কিছু ভেদ করে সোজা গতিতে ধাবিত হয়, এটাই বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত (তাফসীরে ইবনে আব্বাস রুহুল বয়ান-সুরা আন নাজম)। শুধু বাইতুল মোকাদ্দাছে এসে বোরাকে আরোহন করে তিনি মক্কায় পৌঁছেন। ৭০০ বৎসর পূর্বের ফারছী গ্রন্থ "রিয়াযুন নাসিহীন"-এ ইমাম জা'ফর সাদেক (রাঃ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে- **"মি'রাজ হতে ফিরে আসার পথে রফরফ, বোরাক বা ফিরিস্তা-কিছুই সাথে ছিলনা"।**

৩। **তৃতীয় প্রশ্নের জবাব হলো ঃ** একজন নবী ইন্তিকালের আড়াই হাজার বৎসর পরও অন্যের উপকার করতে পারেন। যেমন উপকার করেছিলেন মুছা (আঃ) উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য। এভাবেই আল্লাহর নবী এবং অলীদের উছিলায় সাধারণ মানুষের অনেক উপকার হয়। এ সম্পর্কে অসংখ্য প্রমাণ ও দলীল বিদ্যমান আছে।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয়- হযরত মুছা (আঃ) আমাদের উপকারের জন্য ৬ষ্ঠ আকাশে দাঁড়িয়ে থেকে নবী করিম (দঃ) কে বারবার আল্লাহর দরবারে যাতায়াত করতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অন্য একটি উদ্দেশ্যও এর মধ্যে নিহিত ছিল। তাহলো–তাফসীরে সাভীতে উল্লেখ আছে, তিনি তূর পর্বতে আল্লাহর দীদার চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এমন কি– আল্লাহর যে তাজাল্লী তূর পর্বতে আপতিত হয়েছিল–মুছা (আঃ) ঐ তাজাল্লীতে বেহুঁশ হওয়ার কারণে তাও দর্শন করতে পারেননি। কিন্তু মি'রাজের রাত্রিতে নবী করিম (দঃ) আল্লাহর সান্নিধ্যে ফানা হয়ে আল্লাহর যে তাজাল্লী নিয়ে এসেছিলেন– তা দেখে হযরত মুছা

www.sunnibarta.com

(আঃ)-এর তূর পর্বতের সেই সাধ পুনরায় জেগে উঠে। তাই তিনি বারবার আল্লাহর তাজাল্লী দর্শনের জন্যই উম্মতে মোহাম্মদীর বাহানা করে নবী করিম (দঃ) কে আল্লাহর দরবারে বার বার ফিরে যেতে অনুরোধ করেন। আমাদের জন্য সুপারিশ করা ছিল উপলক্ষ মাত্র। সুব্হানাল্লাহ! (তাফসীরে সাভী ২য় খন্ড ৪১৯ পৃঃ) একটি কাজে কয়েকটি উদ্দেশ্য থাকা খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং উভয়বিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে (উম্মতের কল্যাণ ও খোদা দর্শন) কোন বিরোধ নেই। আ'লা হযরত শাহ আহ্মদ রেযা (রাঃ) বলেন–

کس کو دیکھا یہ موسی سے پوچھے کوئی
آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام ــ مصطفی

অর্থ–**"মুছা (আঃ) সেদিন কাকে দেখেছিলেন এবং তাঁর মাধ্যমে কার প্রতিচ্ছবি দেখেছিলেন– তা মুছা (আঃ) কেই জিজ্ঞেস করো"। দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের দিব্য জ্ঞানের উপর শত সহস্র ছালাম"**। (হাদায়েকে বখশিষ– আ'লা হযরত)। রাসুলে খোদা (দঃ) হলেন আল্লাহ দর্শনের আয়না স্বরূপ (মসনবী)।

مصطفی آئنۂ ظل خدا ست + منعکس دروے ہمہ خوئے خداست ــ

আল্লাহর দীদার সম্ভব কিনা?

হাবীবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখেছেন। আল্লাহর দীদার বা দর্শন সম্ভব কিনা এবং সম্ভব হলে কিভাবে এবং কোথায় সম্ভব? এ প্রশ্নটি মি'রাজের সাথে সম্পৃক্ত বলে এ সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করতে চাই।

প্রথমতঃ নীতিগতভাবে আল্লাহর দর্শন লাভ করা সম্ভব। নবী করিম (দঃ) মি'রাজ গমন করে জাগ্রত অবস্থায় স্বচক্ষে আল্লাহর দীদার লাভ করেছিলেন। মাথার চক্ষু মোবারক দিয়ে এবং হৃদয় দিয়েও তিনি আল্লাহকে দেখেছিলেন। নবী করিম (দঃ)-এর চোখ এবং কলব উভয়ের দর্শনই সমান গুরুত্ববহ। আল্লাহপাক এরশাদ করেন–**"তিনি চোখে যা দেখেছেন–হৃদয় তা অস্বীকার করেনি"**।

হযরত মুছা (আঃ) আল্লাহর নূরের তাজাল্লী এই চোখে সহ্য করতে পারেননি বলেই বেহুঁশ হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। বুঝা গেল- সহ্য করতে পারলে তিনি দেখতেন। দুনিয়ার চোখে আল্লাহ্কে দেখার আরয করার কারণে আল্লাহ তায়ালা বলেছিলেন لن ترانی অর্থাৎ– এই চোখে কখনও দেখতে পাবে না।

www.sunnibarta.com

কিন্তু নবী করিম (দঃ) কে সচক্ষে দর্শন দিয়েছেন মি'রাজে। একবার নয়- দশবার : আর ৩৩ বার দর্শন দিয়েছেন দুনিয়াতে স্বপ্নে। (বোখারীর হাশিয়া- আহম্মদ আলী সাহারানপুরী- নামায অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। মহিউদ্দিন ইবনে আরবী (রাঃ) স্বীয় তাফসীরে উল্লেখ করেছেন যে, নবী করিম (দঃ)-এর মি'রাজ হয়েছিল ৩৪ বার। তন্মধ্যে ১ বার জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে ও সচক্ষে এবং ৩৩ বার হয়েছিল স্বপ্নযোগে এবং রুহানীভাবে। সে সময় তিনি মদিনায় বিবি আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে অবস্থান করছিলেন। ঐ স্বপ্নের মি'রাজের ব্যাপারেই হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেছেন যে, "আমি মি'রাজের রাত্রে নবী করিম (দঃ)-এর দেহ মোবারককে আমার বিছানা হতে হারিয়ে ফেলিনি- বরং তিনি আমার বিছানায় শুয়েই মি'রাজ করেছেন"-অর্থাৎ স্বপ্নে আল্লাহকে দেখেছেন। বাতিলপন্থীরা এই হাদীসকে মক্কার মি'রাজের সাথে একত্রিত করে বলছে- হুযুরের সশরীরে মি'রাজ হয়নি। হাদীসের প্রেক্ষাপট জানা না থাকলে এরকমই হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ তায়ালা মদিনায় ৩৩বার রূহানী সাক্ষাৎ দিয়েছেন নবীজীর সাথে। সশরীরের মি'রাজ হয়েছিল মক্কা শরীফ থেকে, যে সময় হযরত আয়েশা (রাঃ) স্বামীগৃহে গমনই করেননি। হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক হুযুর (দঃ)-এর সশরীরে মি'রাজ গমনের অস্বীকৃতিসূচক বর্ণনা বা হাদীসখানা মদিনায় সংঘটিত রুহানী মি'রাজের সাথে সম্পর্কিত। মক্কা হতে মি'রাজে গমনের সাথে এর কোনই সম্পর্ক নেই। এটাই আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সলফে সালেহীন ও অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের মত।

আউলিয়ায়ে কেরামগণ স্বপ্নে বা মোশাহাদার মাধ্যমে আল্লাহর দীদার লাভ করেছেন বলে আকায়েদের কিতাবে উল্লেখ আছে। ইমাম আবু হানিফা (রঃ), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) এবং ক্বেরাতের সপ্ত ইমামের অন্যতম ইমাম হযরত ক্বারী হামযা (রঃ) প্রমুখ অলীগণের আল্লাহ দর্শন এই শ্রেণীভূক্ত। আর পরকালে সকল মোমেনই আল্লাহকে চাক্ষুস দেখতে পাবে বলে ২৩ জন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত মোতাওয়াতের হাদীসে প্রমাণ পাওয়া যায় (নিবরাছ)।

কিন্তু কিছু কিছু জ্ঞানপাপী আলেম- যারা নিজেকে বড় আলেম বা শাইখুল হাদীস বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে- তারা নবী করিম (দঃ)-এর স্বপ্নে আল্লাহর দীদার লাভ করাকে অবাস্তব বলে এক ফতোয়ায় উল্লেখ করেছে। "তারা এও দাবী করেছে যে, কোন সাহাবী- এমনকি নবী করিম (দঃ)ও স্বপ্নে আল্লাহর দীদার লাভ করার দাবী করেননি। বাস্তবে বা স্বপ্নে আল্লাহর দীদারের ঘটনা

www.sunnibarta.com

নাকি গাজাখুরী কথা। হযরত বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) রচিত সিররুল আসরার কিতাবে বর্ণিত এ সম্পর্কিত হাদীসকে এই পাপীরা সনদবিহীন হাদীস বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল"।

অধম লেখক (জলিল) ১৯৯৩ইং সনে ২৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী এক ফতোয়ায় তাঁদের দাবীকে ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ করেছি- তাদেরই দেওবন্দ মাদ্রাসার কিতাব তালিকুছ ছবিহ্ ও ফয়যুল বারী শরহে বোখারী দিয়ে এবং হাটহাজারী থেকে প্রকাশিত তাদের কিতাব তানজিমুল আশতাত ফি হাল্লিল মিশকাত থেকে সনদসহ হাদীস পেশ করে। এছাড়াও মোল্লা আলী ক্বারীর মিরকাত গ্রন্থের মধ্যেও উক্ত হাদীসখানা সনদসহ লিপিবদ্ধ আছে। নবী করিম (দঃ) উক্ত হাদীসে এরশাদ করেছেন, **"আমি আমার প্রভু আল্লাহতায়ালাকে গোফবিহীন যুবকের ন্যায় (নিখুঁত) দেখেছি"**। এই হাদীসখানা মোতাশাবিহি বা দুর্বোধ্য- যার প্রকৃত অবস্থা রহস্যাবৃত। কেননা, হানাফী মাযহাব মতে আল্লাহ্র কোন আকৃতি নেই। তাই বলে এ হাদীস সনদ বিহীন নয়। আমার উক্ত ফতোয়ায় সনদ উল্লেখ করেছি।

মোদ্দাকথা হলো– আল্লাহতায়ালা বিভিন্ন অবস্থায় নিজেকে প্রকাশ করে থাকেন। হাশরের ময়দানে মুমিনগণ দেখবে রহমানী অবস্থায়, আর কাফেররা দেখবে গযবী ও কাহহারী অবস্থায়। নবী করিম (দঃ) ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টি আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে সচক্ষে দেখেনি। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে জোর দিয়ে বলেছেন যে, **"নবী করিম (দঃ) আল্লাহ্ তায়ালাকে সচক্ষে দেখেছেন"। এভাবে বার বার বলতে বলতে তার (ইবনে হাম্বল) নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছিল।**

তাফসীরে রুহুল বয়ানে উল্লেখ আছে, হিজরতের সাত মাস পূর্বে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল। নবী করিম (দঃ) কে আল্লাহ তায়ালা যে-সব এলেম দান করেছেন, তা উর্দ্ধজগতের যাবতীয় গায়েবী বিষয়ের এলেমের সমষ্টি বা ইলমে মুহীত। আরবী এবারত দেখুন ঃ

صَارَ عِلْمُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُحِيطًا لِجَمِيعِ الْمَعْلُومَاتِ الْغَيْبِيَّةِ الْمَلَكُوتِيَّةِ -

অর্থ–**"হুযুর (দঃ)-এর এলেম উর্দ্ধজগতের যাবতীয় গায়েবী বিষয়ের বেষ্টনকারী"**। সুতরাং নবী করিম (দঃ)-এর "ইলমে গায়েব মুহীত" অস্বীকারকারীদের দাবী মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। ওহাবী সম্প্রদায় ইলমে গায়েব মূহীত অস্বীকার করে।

www.sunnibarta.com

ইমামে রাব্বানী (রহঃ) বলেছেন ঃ "আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর খাছ ইলমে গায়ব বিশেষ বিশেষ নবীগণকে দান করেছেন। মকতুব নং ৩১০ প্রথম খন্ড। (আল্লাহর খাছ এলেম পাঁচটি। যথাঃ (১) কিয়ামতের বিষয় (২) বৃষ্টি বর্ষন (৩) মাতৃগর্ভের সন্তান ছেলে-না মেয়ে (৪) আগামীদিনের রিযিক (৫) কোথায় কে মৃত্যু বরণ করবে। এগুলোর ইলম বিশেষ বিশেষ নবীকে দান করেছেন। (মকতুবাত শরীফ প্রথমখন্ড মকতুব নং ৩১০)। বুঝা যাচ্ছে—পঞ্চ গায়েবের এলেমও আল্লাহ্পাক তাঁকে দান করেছেন।

মি'রাজের রাত্রিতে আল্লাহ তায়ালা নবী করিম (দঃ) কে যেভাবে সম্মানিত করেছেন, তাতেই বুঝা যায়— তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, অতিমানব এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু জনৈক দেলোয়ার হোসেন সাঈদী মওদুদীর মতবাদ গ্রহণ করে নবী করিম (দঃ) কে আল্লাহর 'দাস' বলে বিভিন্ন মাহফিলে তাফসীরের নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে। সে বলতে চায়— عبده শব্দের অর্থ নাকি আল্লাহর দাস। নাউযুবিল্লাহ! আমি বলতে চাই— তার দাবী অনুযায়ী—দাসের জন্য কি এত অভ্যর্থনা ও এত শাহী এন্তেজাম করা হয়? দাস হলো নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক। হিন্দুদের মধ্যে দাশ হলো চতুর্থ শ্রেণীর বা সর্বনিম্ন শ্রেণীর শুদ্র জাত। عَبْدُهٗ শব্দটি সাতাইশ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে— "যার মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় হয় এবং যার জন্য স্বয়ং আল্লাহ প্রতীক্ষমান"।

আল্লামা ইকবাল عَبْدُهٗ শব্দটির তাৎপর্য্য সুন্দরভাবে তার কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে-

عبد دیگر عبده چیزے دیگر + اوسراپا انتظار این مُنْتَظِرْ

অর্থ—'আবদ' এক জিনিস, আর 'আবদুহু' অন্য জিনিস। আব্দ অর্থ আল্লাহর জন্য এন্তেজারকারী এবং আবদুহু অর্থ- যার জন্য স্বয়ং আল্লাহ্ এন্তেজারী করেন।

যাক—মি'রাজ থেকে নবী করিম (দঃ) ফিরে এসে দেখতে পেলেন—বিছানা এখনও গরম রয়েছে। ভোরে তিনি কাবাগৃহে তশরীফ নিয়ে সকলের কাছে এ ঘটনা বললেন। আবু জাহল প্রমুখ কোরাইশ দলপতিরা একথা শুনে পরীক্ষার ছলে বাইতুল মোকাদ্দাসের দরজা-জানালা ইত্যাদির বিবরণ জান্তে চাইল। তারা জান্ত যে, নবী করিম (দঃ) কোনদিন বাইতুল মোকাদ্দাস যান নি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সাথে সাথে জিব্রাইলের মারফতে বাইতুল মোকাদ্দাসের পূর্ণ

www.sunnibarta.com

ছবি তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরলেন- যেন বর্ণনা দিতে হুযুরের তকলীফ না হয়। নবী করিম (দঃ) দেখে দেখে সব বলে দিলেন। এতেও তারা ক্ষান্ত হলনা। পুনরায় জিজ্ঞেস করলো- আপনি কি আমাদের কোন বাণিজ্য কাফেলা দেখেছেন? নবী করিম (দঃ) বললেন- **"হাঁ, তারা মক্কার অতি নিকটে পৌছেছে এবং বুধবার সূর্য উঠার পূর্বেই তারা মক্কায় প্রবেশ করবে"**। (বেদায়া)।

আবু জাহল প্রমুখ ঐদিন খুব ভোরে ঘরের ছাদে উঠে কাফেলার আগমন পরীক্ষা করতে লাগলো। এদিকে সূর্য উঠে উঠে অবস্থা-অথচ কাফেলা এখনও দৃষ্টি গোচর হচ্ছে না। আবু জাহল বললো- এবার পরীক্ষা হয়ে গেছে- নবীর মি'রাজ মিথ্যা। কেননা, তিনি বলেছেন- বুধবার সূর্য উঠার পূর্বে কাফেলা মক্কায় প্রবেশ করবে- অথচ আমরা আমাদের দৃষ্টিপথে কাফেলার কোন চিহ্নই দেখছিনা। আল্লাহ তায়ালা নবী করিম (দঃ)-এর কথা ও সম্মান ঠিক রাখার জন্য সেদিন রাত্রিকে আরও দীর্ঘায়িত করে দিলেন-সূর্যের গতি থামিয়ে দিয়ে। পরে দেখা গেল, সূর্য উঠার পূর্বেই কাফেলা মক্কায় পৌছে গেছে। সুবহানাল্লাহ! (বেদয়া নেহায়া)।

এভাবে আল্লাহ তায়ালা নবী করিম (দঃ)-এর মি'রাজের ঘটনা সত্য প্রমাণিত করলেন। কিন্তু চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী। আবু জাহল নবীজীর মি'রাজ গমনকে অসম্ভব বলে প্রমাণ করার জন্য হৈ চৈ শুরু করে দিল। সে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) কে বাড়ী হতে আসতে দেখে মি'রাজ বিষয়ে ধোকা দেয়ার চেষ্টা করলো। তার কথা শুনে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন-একথা কে বলেছেন? আবু জাহল উপহাস করে বললো, কে আর বলবে? তুমি যাঁর পিছনে এতদিন ঘুরছো, তিনি ছাড়া এমন অসম্ভব কথা আর কে বলতে পারে? তখন আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বললেন- "নবী করিম (দঃ) বলে থাকলে সত্যই বলেছেন"। এ কথা শুনে আবু জাহল দমে গেল। আবু বকর (রাঃ) নবীজীর খেদমতে গিয়ে মি'রাজ ঘটনার প্রকৃত অবস্থা জানতে চাইলেন। নবী করিম (দঃ) ঘটনা স্বীকার করে এরশাদ করলেন-তুমি কিভাবে অন্ধভাবে বিশ্বাস করলে? আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বললেন- এটা বিশ্বাস করা তো অতি সহজ। এর চেয়ে কঠিন বিষয় ছিল আল্লাহ্‌কে না দেখে বিশ্বাস করা- এখন তাঁর কাছে যাওয়া তো অতি সহজ ব্যাপার। আবু বকর (রাঃ)-এর উত্তর শুনে নবী করিম (দঃ) এত প্রীত হলেন যে, **'সিদ্দিকে আকবর'** খেতাব দিয়ে তাঁকে ভূষিত করলেন। নবী করিম (দঃ)-এর সব কথা এভাবে বিশ্বাস করা সিদ্দি ..নেরই পরিচায়ক।

www.sunnibarta.com

সেযুগে বিজ্ঞানের জ্ঞান এত প্রসারিত ছিলনা। তাই তারা সময়ের সংকোচন এবং স্থানের সংকোচন সম্পর্কে ছিল সন্দিহান। গতিবেগ সম্পর্কেও তখনকার দিনে ধারনা ছিলনা। বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এবং চাঁদের দেশে মানুষের গমনের ফলে মি'রাজের ঘটনা সহজেই অনুধাবন করা যায়। আল্লাহর অসীম কুদরতের কোন সীমা নেই। তিনি আপন কুদরতে এবং নিজ ব্যবস্থাপনায় নবী করিম (দঃ) কে উর্দ্ধজগতে এবং লা-মাকানে নিয়ে তাঁর কুদরতের নিদর্শনাবলী, তাঁর যাত ও সিফাত দর্শন এবং তাঁর গোপন রহস্যরাজী সম্পর্কে অবহিত করেছেন– ঈমানদারদের জন্য নবীজীর কথাই সত্যতার মূলভিত্তি। এটাই মুমিনদের জন্য যথেষ্ঠ। "আল্লাহ সর্ববিষয়ে আপন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সর্বশক্তিমান" (ছুরা বাক্বারা)।

হুযুর (দঃ)-এর দেহতত্ত্ব ঃ

পবিত্র মি'রাজ প্রসঙ্গে নবী করিম (দঃ)-এর দেহতত্ত্ব সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করা দরকার। হুযুর পাক (দঃ) নিজেকে **'খোদার নূর হতে সৃষ্ট নূর'** বলে হাদীসে এরশাদ করেছেন। মানুষের প্রয়োজনেই তাঁকে মানবাকৃতি দান করা হয়েছে। আকৃতিতে বশর হলেও গুণাবলী এবং প্রকৃতিতে তিনি ছিলেন ফেরেস্তাদের চেয়েও অনেক উর্দ্ধে। তাঁর চালচলন, খাওয়া-দাওয়া, উঠা-বসা, স্বভাব ও চরিত্র ছিল অনুকরণীয়। আমরা হলাম অনুসরণকারী মাত্র। তাঁর হুবহু অনুকরণকারী হওয়া সম্ভব নয়। কেননা অনুকরণ বলা হয় সর্ববিষয়ে হুবহু সামঞ্জস্য রক্ষা করে অনুসরণ করা। এটা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। হুযুর (দঃ)-এর নামায, রোযা ও অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগী এবং দুনিয়াবী কাজ-কর্মের গুণাগুণ এবং আমাদের নামায-রোযার গুণাগুণ এক হতে পারে না।

আমাদের শরীরে মশা-মাছি বসে– কিন্তু হুযুর (দঃ)-এর পবিত্র বদনে কোনদিন নাপাক মশা-মাছি বসেনি। আমাদের শরীরের ছায়া আছে– কিন্তু হুযুর (দঃ)-এর ছায়া ছিলনা। কেননা তিনি ছিলেন আপাদমস্তক নূর (কাজী আয়ায-শেফা শরীফ)। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত-এর আকিদা– যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

আম্বিয়াগণের দেহ মোবারক সম্পর্কে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

نَحْنُ مَعَاشِرَ الْاَنْبِيَاءِ اَجْسَادُنَا كَاَجْسَادِ الْمَلَائِكَةِ -

অর্থ–**"আমরা আম্বিয়ায়ে কেরামের দেহ মোবারক ফেরেস্তাদের দেহের ন্যায় সূক্ষ্ম"। অর্থাৎ নূরানী ও সুক্ষ্মতায় আমরা ফেরেস্তাদের ন্যায়"**। এরপরও কেহ হুযুর (দঃ)-এর দেহ মাটি বা সাদা মাটি দ্বারা গঠিত বলে অপপ্রচার চালালে এটাকে হাদীসের অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না।

www.sunnibarta.com

হুযুর (দঃ)-এর সুরত বা হাল তিনটি। সুরতে বশরী, সুরতে মালাকী ও সুরতে হাক্কী। মি'রাজের রাত্রে তাঁর সুরতে মালাকী ও সুরতে হাক্কীর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। এটা বিশ্বাসের বিষয়, দেখার বিষয় নয়। ওহাবী মৌলভী ফজলুল করিম তার 'নূরে মোহাম্মদীর হাকিকত' বইয়ে একটি মৌযু হাদীস দ্বারা নবী করিম (দঃ)-এর দেহ মোবারক মাটির তৈরী বলে প্রমাণ করতে চেয়েছে। ইবনে জওযীর মতে উক্ত হাদিসটি বানোয়াট ও জাল বলে বাংলা মাআরিফুল কোরআন ৮৫৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে- যা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। শুধু বশরী ছুরত স্বীকার করলে বাকী ২টি সুরতকে অস্বীকার করা হয়।

বিঃ দ্রঃ নবী করিম (দঃ)-এর তিন সুরতের অর্থ ঃ মানুষের কাছে মানুষের মত, ফেরেস্তাদের কাছে ফেরেস্তার মত এবং আল্লাহর কাছে আল্লাহর গুনে গুণান্বিত অবস্থা।

১। সুরতে বাশারীর প্রমাণঃ

قُلْ إِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ -

"আমি শুধু সুরতে বা আকৃতিতে তোমাদের মত মানুষ"।

২। সুরতে মালাকীর প্রমাণ ঃ

لِيْ مَعَ اللّٰهِ وَقْتٌ لَا يَسَعُنِيْ فِيْهِ نَبِيٌّ مُّرْسَلٌ وَلَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ -

"আল্লাহর সাথে আমার এমন ঘনিষ্ট সময় আসে-যেখানে কোন প্রেরিত নবী অথবা নিকটবর্তী কোন ফেরেস্তাও আমার সমকক্ষ হতে পারে না"।

৩। সুরতে হাক্কী সম্পর্কে হাদীসে বর্নিত হয়েছে- مَنْ رَاٰنِيْ فَقَدْ رَاَى الْحَقَّ -

"যে ব্যক্তি আমাকে দেখেছে, সে হক্ক-কেই দেখেছে"।

www.sunnibarta.com